প্রথম প্রকাশ পঁচিশে বৈশাখ ১৩৪৭

প্রচ্ছদ দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

প্রকাশক অনিল আচার্য
অনুষ্টুপ প্রকাশনীর পক্ষে

মুদ্রক ইটারনিটি প্রিন্টার্স

বাঁধাই গৌরাঙ্গ বাইণ্ডার্স

দেবুদা'

শিল্পী দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

করকমলেষু

সূচী ১

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্রশ্ন ছিল	৯
তিনি যখন	১০
এ ভাবেই বুঝি	১১
উৎসব	১২
প্রাগৈতিহাসিক	১৩
কেন এত বিষণ্ণতা	১৪
কথা ছিল	১৫
পোল্যাণ্ড	১৬
তৃতীয় দুনিয়া	১৭
অন্য দিন	১৮
ভূতের গল্প	১৯
বনমানুষ	২০
দিবারাত্রির কাব্য	২১
সে	২২
হাসির গল্প	২৩
বজ্র	২৪
বাইরে শীত (লেনিন-কে মনে রেখে)	২৫
জন্মদিনের কবিতা : অতীনকে	২৬
রামকিঙ্কর	২৭
দেবুদা	২৮

সূচী ২

শোভন সোম

সব তোর হাতে ২৯
গর্কি, তিক্ত মানুষ ৩০
কয়েদখানার কবিতা : হো চি মিন ৩১
এই দেশ ৩২
জন্মভূমি ৩৩
গল্প ৩৪
অনুশাসন ১ ৩৫
অনুশাসন ২ ৩৬
মানুষ ৩৭
সহজপাঠ ৩৮
ওঁ:শান্তি, ভাগলপুর ৩৯
প্রতিবেদন ৪০
মুখ ৪১
এ সময় ৪২
বীরেনদা-কে ৪৩
সে ৪৪
ঘুমতাড়ানি ৪৫
জাগর ৪৬
তিনি ও সে ৪৭
আসাম ৪৮

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্রশ্ন ছিল

মানুষের মনুষ্যত্ব
তার বুকের রক্ত
ফিনকি দিয়ে যখন ঝরে,
পশুদের কি টনক নড়ে ?

তিনি যখন

তিনি যখন বসেন সিংহাসনে
তখন তার অঙ্গের ভূষণ
টুকটুকে লাল ! লাল থেকে নীল ! এখন
হলুদ-কালো ডোরাকাটা। গোপনে গোপনে তিনি

মানুষ থেকে বাঘ হ'য়েছেন। আমরা ভেবেছিলাম
'হালুম' বলে ভয় দেখানোর তাঁরা সবাই বনে গেছেন

এখন দেখি তিনিই, স্বয়ং দক্ষিণরায় ব'সে আছেন
রাজ্য জুড়ে···

এভাবেই বুঝি

এভাবেই বুঝি দিন যাবে—
মাঝে মধ্যে সভা হবে,
পুলিশ পাহারা দেবে মন্ত্রীদের···

মাঝে মধ্যে আলো নিববে, আলো জ্বলবে ;
শিশুরা হাততালি দেবে ; মন্ত্রীরা বিদেশে যাবে ;
বর্গী এসে খাজনা চাইবে, বুলবুলি ধান খাবে ;
খোকারা ঘুমুবে, পাড়া জুড়ুবে···

বুঝি এভাবেই সাঙ্গ হবে দিনবদলের পালা
যার জন্য এত কান ঝালাপালা, এত
কথার ফুলঝুরি, এত সব···

উৎসব

হৈ হৈ উৎসব লাগে কবির সভায়…
এসো রে আনন্দ তবে, সাজাবো তোমাকে
মণিহারে। কিন্তু সে আসেনা ; আসে বিজ্ঞাপন—
দুধ ও তামাক
আসে মন্ত্রী দু-হাতে বাতাসা নিয়ে, চারদিকে
শব্দ নাচে : 'আমাকে !'…'আমাকে !'

বাইরে পুলিশ দেয় বাতাস পাহারা, কী জানি,
কোথাও যদি বারুদের গন্ধ লেগে থাকে ?

প্রাগৈতিহাসিক

সেইসব মানুষ
যাদের মুখের ওপর শুধু ধুলো
আর মাকড়শার জাল

অথবা, যাদের মুখই নেই
শুধু উপুড় হ'য়ে শুয়ে থাকার পিঠ আছে,
সেখানে উইপোকাদের পাহাড়

সেইসব মানুষ
যাদের হাতগুলি পাখির পায়ের মতো
সরু আর বাঁকা

সেই হাত দিয়ে তারা আকাশ থেকে
চাঁদ-সূর্য-তারাদের পেড়ে আনে
সেই হাত দিয়ে তারা একটার পর একটা
বিশুদ্ধ কবিতা রচনা করে
সময়ের পাপ তাদের স্পর্শ করেনা

কেন এত বিষণ্ণতা

কেন এত বিষণ্ণতা
ধর্মীয় আলাপে ?

তার চেয়ে এসো, সারা গায়ে
কাদা মেখে
ন্যাংটো শিশুটার কাছ থেকে
কেড়ে নিই নির্বোধ হাততালি।

কথা ছিল

হলুদ শীতের ফুল,
জেগে থাকো।

বিকেলের ম্লান আশীর্বাদ
আলো
নিবে আসে।

রাত্রি ক্ষমাহীন

কাল ভোরে
কন্যারা ভাসাবে জলে
মাঘব্রত,

কথা ছিল।

১৯ জুলাই, ১৯৮১

পোল্যাণ্ড

খোকা তো ঘরেই আছে

তবু কাক খেয়ে যায় দুধ মাখা ভাত ;
মা, তুই কেমনতরো মা ?

১৯ জুলাই, ১৯৮১

তৃতীয় দুনিয়া

তোমার মুখে কি কিছু রোদ আছে ?

চারদিকে বড়ো বেশি বিষণ্ণতা,
তা ছাড়া চোখের ভুল হয়
মুখকে মুখোশ ব'লে মনে হয়

মুখোশকে মুখ ব'লে মনে হয়।

১৯ জুলাই, ১৯৮১

অন্য দিন

('ঢেঁকি পড়ন্ত, গাই বিয়ন্ত, উনান জ্বলন্ত।' ব্রতকথা)

সে সব দিন কোথায় যায় রে,
পৃথিবী যখন তুরন্ত যুবতী
ব্রতকথার মতো ?

এখন মানুষ চাঁদে যায় মঙ্গলে···
বুড়ি বেশ্যার তবু কি তুর্গতি ;
'তু-মুঠো ভাত, কিছু নেই তার মতো !'

২১ জুলাই, ১৯৮১

ভূতের গল্প

বাড়িটা যেন গান নিয়েই
বেঁচে থাকবে

চারদিকে যখন নিশাপতির পাহারা
রাস্তায় জনমনিষ্যির ছায়া নেই
একটা বোবা পৃথিবীর কান্নাকে
সে আজ গান দিয়ে ঘুম পাড়াতে চায়

যতোদিন না কয়েকটা কালো কুকুর এসে
গানের ছেলে আর গানের মেয়েগুলিকে…

১৭ আগস্ট, ১৯৮১

বনমানুষ

পাগলের মতো সে
আকাশ খুঁজছে

কিন্তু খাঁচার ভিতর
খাঁচার বাইরে
কোথাও তার জন্য
আকাশ নেই

শুধু মানুষ,
সভ্য মানুষ
আকাশের কাছে
যার কোনো দাবি নেই,

পয়সা দিয়ে
তাইকে ত্যাখে…

দিবারাত্রির কাব্য

১

কতোদিন দরজা খুলে রাখা যায় ?

আমি জানি. তুমি জানো
সে আর আসবে না।

কিন্তু দরজা বন্ধ করলে পাপ হয়
বলেছেন তিনি।

তিনিই বা কোথা আজ ?

২

চারদিকে ডাকাতের বিল
ডাকাতের মাঠ —
আমরা দরজা খুলে ব'সে আছি।

১০ সেপ্টেম্বর, ১৯৮১

সে

চাঁদ ধরতে চেয়েছিল দ্বিতীয় শৈশবে
সকৌতুকে চাঁদ ক'রেছে ক্ষমা,
কিন্তু তার চল্লিশ দশকের বন্ধুরা
সভায় তাকে করেছে ভৎ'সনা।

২৯ নভেম্বর, ১৯৮১

হাসির গল্প

আমরা হাসতে চেয়েছিলাম ;

সেই হাসির গল্প
আজ লবণের পাহাড় হ'য়ে
আড়াল করেছে আমাদের স্বপ্নকে।

৪ ডিসেম্বর, ১৯৮১

বজ্র

ইন্দ্র সুযোগ খুঁজছিলেন
আমরা টের পাই নি, তাঁর মুখ ছিল মেঘের আড়ালে।

এখনও গাছের পাতায় শীত নিষ্ঠুর হ'য়ে ওঠে নি ;
এখনও তোমার ঠোঁটে চুমু খাওয়া যায়, মনে হয় সেখানে
জীবন লেগে আছে।

বাইরে শীত

(লেনিন-কে মনে রেখে)

জন্মদিন তামাশা নয়
এ পরাজয় কে মনে রাখে ?
সবাই ভাবে, আমার জিৎ
সবাই বকে তার ছায়াকে।

দেশ জুড়ে আজ তোমার সভা
তুমি কোথায় ? কোথাও না।
কিন্তু তাতে কী আসে যায়
হাততালিতে কাঁপে সভা।

এ পরাজয় কে মনে রাখে ?
সবাই ভাবে, আমার জিৎ !
হাততালিতে কাঁপছে ঘর
বাইরে বাড়ে মাঘের শীত।

জন্মদিনের কবিতা : অতীনকে

প্রতিদিন জন্মদিন
হাজার লক্ষ মানুষের, পাখির, ফুলের···

প্রতিদিন পৃথিবী
গর্ভবতী হয়—গাছের পাতায়, জলের ঢেউয়ে
তার রোমাঞ্চ লাগে ; মাটির ওপর, মাটির নিচে
জন্ম নেয় অজস্র প্রাণ।

প্রতিদিন মৃত্যুর কুঠার
পৃথিবীর পুরাতন সন্তানসন্ততিদের
ধ্বংস করে ; কিন্তু সেই কঠিন অবহেলার ভিতরেও
নতুনেরা আসে। একচোখে জল
একচোখে হাসি নিয়ে
মানুষ জন্মদিনের কবিতা লেখে,
গান গায়।

রামকিঙ্কর

মাটিই আসল
তারপর এক চিলতে আকাশ

সমস্ত ঘর এক মায়াবী নির্জনতা
সেখানে যখন জ্যোৎস্নার চাঁদ উঁকি মারে
মনে হয় মানুষ কথা বলছে।

তার মাথার ওপর
একটা আগুনের হারিকেন লণ্ঠন
একসময় অস্থির হয়ে ওঠে

চাঁদের সঙ্গে সে কথা বলে
'মাটি চাই, আরও মাটি…'

নিজের গড়া মূর্তি
সে তখন নিজের হাতে ভেঙে ফেলে।

কখন রাত গড়িয়ে দুপুর আসে
তখন সে ঘর ছেড়ে মাঠে

তার মনে থাকে না
মাথার ওপর, মাথার ভিতরে
একটা ক্রুদ্ধ সূর্য গর্জন করছে ;
মনে থাকে না,
সে ক্ষুধার্ত ! মদ ছাড়া কিছুই তার পেটে পড়ে নি…

দেবুদা

মাথা-নিচু তাঁর স্বভাব নয়, তবু…

যে শিশুটি এখনও মাটিতে হামাগুড়ি দেয়
তার জন্য তিনি মাটির খুব কাছে নেমে আসতে পারেন।

সারাজীবন তিনি আগুন মাথায় নিয়ে রাস্তা হেঁটেছেন
কিন্তু একটি শিশুর কাছে তাঁর মাথায় কোনো রোদ নেই—

তিনি তখন ছায়া হয়ে যান।

শোভন সোম

সব তোর হাতে

এখানে বসতি হবে এইখানে সবুজ
অই দিকে নদী
হাত লাগিয়ে দেখ।

অবিশ্বাসী যারা চলে যায়
শূন্য হাতে ফিরে এসে
তারা ভাবে
এইখানে এত ছিল!

সব থাকে অস্তি-তে নিবিড়
না-হলে বোকার মত
ঘুরেটুরে তাবৎ দুনিয়া
দেখবি তুই জড় হয়ে দাঁড়িয়েই ছিলি।

গর্কি, তিক্ত মানুষ

কালি নয়,

রক্তের অক্ষর

পাতায় পাতায়—

মজদুর লম্পট বেশ্যা ভবঘুরে বিপ্লবী জননী

স্রোত বয়ে যায়

জেগে থাকে অমল মানুষ—

ভালোবাসা কেন আত্মহননের নাম !

আর

নির্ভয় স্বাধীন

স্বপ্নের স্বদেশ জাগে রক্তের প্রগলভ উষ্ণতায়

যদিও ফুসফুস

একটি গুলিতে দীর্ণ

অপরটি যক্ষ্মায়।

কয়েদখানার কবিতা : হো চি মিন

১. বন্দীর নেই ফুল বা পানীয়
অথচ এমন সুন্দর রাত
ঘুলঘুলি দিয়ে তাকাতেই দেখি
উঁকি মেরে চাঁদ মুখের উপর হাসে।
(Moonlight)

২. খাবার মানে মাপা লপ্‌সি
দুবেলা, খিদে
ওতে কি জুড়োয়…
দারচিনির দরে কাঠ বিকোচ্ছে, মুক্তোর দরে ভাতের দানা
যখন।
(Tian Tung)

৩. দিনের আহার শেষ হয়, ডোবে সূর্য
তখন সিংসি কয়েদখানাটা
গানে জেগে ওঠে, চারদিকে
গণসংগীত
কয়েদখানাটা হয় সংস্কৃতিগৃহ।
(Evening)

এই দেশ

আতঙ্কে বিহ্বল আত্মকেন্দ্র থেকে বেরিয়ে এল না কেউ

বলল না,

ও আমার ছেলে

ও আমার ভাই

ও আমার প্রিয়জন,

ওরা ত্রাসের শাসনে জড়।

তার বিস্ফারিত চোখ, ঠোঁট, বুকের অবাধ রক্তে ভেসে যাওয়া নিস্পন্দ শরীর

সাক্ষী হয়ে সব দেখে।

কোনো ভালবাসা

প্রসারিত হল না আশ্লেষে

কোনো দায়

হাত বাড়িয়ে এল না। চারদিকে

চলন্ত শবের দল তাকে দেখে চলে যায় যে যার উদ্দেশে—

যে উদ্দেশ উদ্দেশ্যহীনতা।

একটি প্রজন্ম সব জন্মকে ধিক্কার দিয়ে পড়ে রইল সদর রাস্তায়।

জন্মভূমি

আমি যেখানেই যাই তোমার আঁচল তত খোলে
অপরূপ নকশি কাঁথা ফুললতা বৃক্ষদল জলের ছলাৎ মেঘে নীলিমায়
লাবণ্যের উমে
আমাকে সম্পূর্ণ ঢাকো প্রবল বিস্ময়ে
আমি যেখানেই আসি বিস্তৃত আঁচল মেলে সম্মুখে দাঁড়াও
তোমার অস্তিত্ব রাখো আমার নিশ্বাসে
জাগরণে
মুখের ভাষায়
দুঃখে সুখে ভাবনার পরতে
সর্বময়ী
বিছিয়েছ জাল
তোমার শ্যামল বাহু উষ্ণ বুকে করুণা ধারায়
শস্যের শাসনে নত মৃত্তিকায় প্লাবনে খরায়
আমার সর্বস্ব একটি নিশ্চিত বিন্দুতে স্থির।

যেখানেই থাকি তুমি জেগে থাকো অমোঘ শুকতারা।

গঙ্গা

মানুষের স্রোত যায়
কিন্তু মানুষ থাকে

সে সম্পন্ন আসাযাওয়ায়
উত্তরাধিকার দিয়ে যায়
চিরন্তন আলোয় উজ্জ্বল
জাগরণে
স্বদেশের ধ্রুবপদ অক্ষয় চেতনা।

অনুশাসন ১

তরুণ কবি হঠাৎ হলেন চুপ
ভুলেও যদি সত্যিকথা বলে ফেলেন তিনি!

প্রবীণ কবি হঠাৎ হলেন চুপ
সারাজীবন এমন মিথ্যে বলে গেলেন তিনি!

অনুশাসন ২

তিনি বললেন, না।
আমি বললাম, হ্যাঁ।
তিনি বললেন, তোমাকে নিয়ে পারা যাচ্ছে না।

আমি বললাম, না।
তিনি বললেন, হ্যাঁ।
আমি বললাম, আমি তো আর সেই নাবালক না!

মানুষ

মানুষের ভিতরের আরেক মানুষ
দেখা দেয়
যেন তরোয়াল
ঝলসায় শাণিত খরতায়।

সে মানুষ
অনর্গল নদী হয়
সমৃদ্ধ বাগান
দরাজ বাতাস
গোটা পৃথিবীকে ধরে নখের ডগায়
ঝাঁপ দেয় প্রমত্ত আগুনে
বজ্র সে বাহুতে ধরে সমুদ্রকে সহজ গণ্ডূষে
দূরত্ব সে জানেনা, সে
জানে না সীমানা
এমনই সে।

একজন মানুষ বয় প্রত্যহের দায় অন্যজন
তারই দাহভালোবাসাআবেগসাহসতেজঅন্ধতাযন্ত্রণা।

সহজপাঠ

যাঁরা কোনদিন রাস্তা দেখেন নি
সেই সব বড়ো মানুষেরা
মোড়ে মোড়ে তুলোর গদা ঘুরিয়ে
রবীন্দ্রনাথের নামে অশ্রুপাত করলেন

প্রচার মাধ্যমগুলিতে উথলে উঠল শিশুদের জন্য দরদ
রক্তপাতহীন একটা ছায়ার লড়াই ঘটে গেল
কেউ মারা পড়ল না   কাটা পড়ল না
কোনো পাথর ফেটে উছলে উঠল না তৃষ্ণার জল

যাদের জন্য এত ভাবনা এত বাক্যব্যয়
এত বিপ্লব এত জমিদখল
সেই সব নিরন্ন শিশুরা এর বিন্দুবিসর্গ জানল না···
তাদের সামনে অন্ধকারে কোথায় শুকতারা!

ওঁ শান্তি, ভাগলপুর

জাতির পিতার আদর্শ ছিল তিনটি বাঁদর
যার একজন দেখতে চায় না
আর একজন শুনতে চায় না
অপরটি কথা বলতে চায় না

যারা দেখে তারা বেশি দেখে ফেলে
যারা শোনে তারা বড় বেশি শোনে
যারা বলে তারা বিপজ্জনক।
তাই চোখে ঢালো এসিড ঢোকাও গনগনে শিক
ওরা তবে আর দেখতে পাবে না
কানে ঢেলে দাও জ্বলন্ত সীসা
ওরা তবে আর শুনতে পাবে না
ওদের জিহ্বা টেনে ছিঁড়ে ফেল
ওরা তবে আর কথা বলবে না

তারপর ওঁ শান্তি শান্তি।

প্রতিবেদন

প্রতিটি লোককে আমি স্পষ্ট মাপতে পারছিলাম
তাদের দৈর্ঘ, তাদের ছায়া, তাদের ঘের, এমনকি
তাদের মধ্যে যারা মঞ্চে ছিল তাদের
বক্তৃতার মিটার সেন্টিমিটার
তারা ক'পা এগোয় ক'পা পেছোয়
তাদের আপোসের মাপ স্বার্থের মাপ মানঅপমান
মাপতে মাপতে সব অঙ্ক
এক নিরপেক্ষ পরিসংখ্যানে দাঁড়াল শূন্যে।

যারা বসেছিল মঞ্চে যারা বসেছিল নিচে
দর্জির ফিতেয় ওদের জামাকাপড়ের মাপ ধরা
ওদের জুতোয় মাপ লেখা
ওদের খাওয়া ক্যালোরির মাপে
ওদের প্রাতঃভ্রমণ এত পা হাঁটার মাপে
ওদের যাতায়াতের মাপ কাঁটায় কাঁটায় দাগ দেওয়া
ওদের কথার মাপ ভাবনার মাপ সারা জীবনের মাপ
লক্ষ লক্ষ মিটার কাগজে ছাপা ওদের মাপ
আর্যভট রোহিণী অ্যাপেলের মত ছুটে যাওয়া ওদের অহঙ্কারের মাপ
এক নিরপেক্ষ পরিসংখ্যানে
ইতিহাসে এতটুকু স্থানেরও যোগ্য নয়

কেননা ওদের মধ্যে একজনও মানুষ নেই যাকে
কোনো মাপ দিয়ে মাপা যায় না।

মুখ

যে মুখে আকাশ ঝলকায়, ঢেউ
গড়ে যার পরিণাহ
যে মুখে বিশদ বর্ষার ঢল
শত সূর্যের দাহ
যে মুখে খোদিত স্বপ্নকুসুম
বাঁচবার উৎসাহ

সেই মুখ কই কোটি মানুষের
বিষণ্ণ প্রচ্ছায়
ক্রীতদাসদের মুখ নেই, তারা
কবন্ধ হেঁটে যায়।

এ সময়

কেউ কি কোথাও জাগে
কেউ কি ছিঁড়তে চায় প্রচলের কঠিন শেকল
কেউ কি ভাঙতে চায় সংস্কারের পাথরের চাপ
বিমুক্ত আবেগে !

তা না হলে এই দেশে
দিশাহীন অগম যাত্রায়
একজন বধির শুনবে
একজন বোবার কথা
পথ দেখাবে অন্ধজন
পঙ্গু হাঁটবে নিদ্রার ভিতর !

তা হলে কি এ সময়
চতুর্দিকে নির্বিকার
লেনিন কার্ল মার্কস খুদিরাম
জড়পিণ্ড মূর্তিরই মহিমা !

বীরেনদা-কে

কবি কেন সন্দিহান
তাঁকে কি টলাতে পারে দমকা বাতাস !
তিনি কি জানেন না তাঁর হাত আমাদের হাতে
তিনি একা নন !
তিনি সয়েছেন বহু ঝড়
যারা ছিলো একা তারা
তাঁর হাতে হাত রেখে নির্ভয় হয়েছে
তিনি আজ চারদিকে অনেক।

তাঁকে কি ওড়াবে এসে শৌখিন বাতাস !

সে

যখন তাকে দেখতে চেয়েছিলাম
চারদিকে তার হাততালি আর আলোর ঝলকানি
সে ঢেকেছে ফুলের মালার স্তূপে
দেখি নি তার মুখ

মেঘের উপর সে উঠেছে
উড়ন্ত কার্পেটে ।

ঘুমতাড়ানি

ছেলে ঘুমোলে পাড়া জুড়োলে বর্গি আসে দেশে
বুলবুলিতে ধান খেয়ে যায় খাজনা দেব কিসে

খাজনা দিয়ে এতটা কাল মাথাই কুটেছি
এখন ছেলের কানে জাগার মন্ত্র দিয়েছি।

জাগর

মায়ের ছুঁচে ফুটতো ফুল, উড়তো পাখি, নদী
বইতো, একই আকাশ জুড়ে চাঁদ সুরুজের পালা
সাতরঙা রামধনুক যেতো রাঙিয়ে কল্পনা
ছেলে ঘুমোতো স্বপ্নে বোনা নকশি কাঁথার নিচে

কিন্তু ছেলে জেগে দেখলো পাশাবতীর যাদু
রূপকথা নয় সত্যিকারের মারণ উচাটন।

তিনি ও সে

বাবা বলতেন, তিনি ছিলেন খুবই অনুগত
দাদুর চোখে চোখ তুলে তাকান নি কোনোকালে
যা-ই বলতেন দাদু সবই অম্লান বদনে
মেনে নিতেন. সবাই তাঁকে বলতো ভালো ছেলে।

বাবার হাতে দাদু একটা আয়না দিয়েছিলেন
সম্ভবত সেটাও ছিলো তাঁরও বাবার দেওয়া
সে আয়নাটায় সমস্ত মুখ একই দেখা যেতো।

বাবা ভাবতেন, তাঁর ছেলেও হবে ভালোমানুষ।

কিন্তু ছেলে সে আয়নাটা ভেঙেছে চৌচির
সে ভাঙতে চায় সব জড়তার পাথুরে প্রতিমা।

আসাম ১৯৮৩

হোক গণহত্যা কি বা যায় আসে তাতে
তোমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে

রক্ত বড়ো অকরুণ সে জানে না ক্ষমা
চতুর্দিকে বৃহন্নলা পাপের উপমা
পবিত্র বিধানে থাকো মূর্খের মৌতাতে
তোমার সন্তান যাতে রয় দুধে ভাতে।